ওয়েবসাইট: www.bb.org.bd

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

এসএফডি সার্কুলার নং-০১

মাঘ ১২, ১৪২৩
তারিখ:----------
জানুয়ারী ২৫, ২০১৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকিং খাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের জন্য দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে মার্চ ১৯, ২০১৩ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

শিশু সন্তান রয়েছে এমন নারীদের কর্মক্ষমতা তাদের সন্তানদের সেবা ও নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত বিধায় এতদ্‌সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ঘোষিত ABC of women workers' rights and gender equality শীর্ষক নীতিমালায় লিঙ্গ ভেদাভেদ ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের বিনা খরচে অথবা তাদের সাধ্যানুযায়ী খরচের মধ্যে উপযুক্ত শিশু পরিচর্যার সুবিধা প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতদেপ্রক্ষিতে কর্মজীবি অভিভাবকগণের কোমলমতি শিশু সন্তানদের শারিরীক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠা এবং নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তফসিলী ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে শিশু দিবা যৎন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি লিঙ্গ ভেদাভেদ ব্যতিরেকে তফসিলী ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী ও পুরুষ (যাদের স্বামী বা স্ত্রী ব্যাংক/অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত) উভয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য হবে। তফসিলী ব্যাংকসমূহের শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন, সার্বিক ব্যবস্থাপনা, সেবার মানোন্নয়ন, শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রণীত এতদসংযুক্ত নীতিমালাটি অনুসরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মনোজ কুমার বিশ্বাস)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৩০৩২০
ফ্যাক্স : ৯৫৩০৩২৭
E-mail: manoj.biswas@bb.org.bd
gm.gbcsrd@bb.org.bd

শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা

১. শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের স্থান:

তফসিলী ব্যাংকসমূহ এককভাবে বা একক কেন্দ্রস্থলে যৌথভাবে তাদের অফিস ভবনে বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক যে কোনো স্থানে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে ।

২.শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি এবং এর দায়িত্ব:

২.১. প্রতিটি শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একজন মহাব্যবস্থাপক/সম বা তদূর্দ্ধ পদমর্যাদার কর্মকর্তার সভাপতিত্বে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে । পরিচালনা কমিটি স্ব স্ব শিশু দিবা যৎন কেন্দ্রের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে ।

২.২. শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র পরিচালনায় অভিজ্ঞ এবং সুনাম রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা কমিটি তাদের শিশু যত্ন কেন্দ্রের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত করবে। তবে, অভিজ্ঞ এবং দক্ষ লোকবল সমৃদ্ধ নতুন প্রতিষ্ঠানকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনা করা যাবে।

২.৩. ব্যাংক প্রতিনিধি, একজন ডাক্তার এবং শিশুদের মাতা/পিতাগণের (যিনি ব্যাংকে কর্মরত) মধ্য থেকে মনোনীত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে পরিচালনা কমিটি একটি "ওয়েলফেয়ার কমিটি" গঠন করবে। ওয়েলফেয়ার কমিটিতে একক ব্যাংকের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ০২(দুই) জন এবং যৌথভাবে স্থাপিত শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সদস্য ব্যাংকসমূহ থেকে সর্বাধিক ১০(দশ) জনকে ব্যাংক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা যাবে।

২.৪. ওয়েলফেয়ার কমিটি শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, খাবারের মান নিয়ন্ত্রণসহ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ/পর্যালোচনা করবে এবং প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে এতদসংক্রান্ত সভায় মিলিত হবে । ওয়েলফেয়ার কমিটি এতদ্সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন কেন্দ্রটির পরিচালনা কমিটির নিকট পেশ করবে। এছাড়া, প্রয়োজনে কোনো বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালনা কমিটির নজরে আনবে। পরিচালনা কমিটি তাদের মাসিক সভায় ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা অন্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।

২.৫. পরিচালনা কমিটি প্রতি মাসে এক বা প্রয়োজনবোধে একাধিক বার মাসিক সভার আয়োজন করবে এবং সভার কার্যবিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে । সভায় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি ছাড়াও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ইন-চার্জ উপস্থিত থাকবে ।

২.৬. পরিচালনা কমিটি স্ব স্ব শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের শিশুদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করবে । প্রয়োজনবোধে পরিচালনা কমিটি সদস্য ব্যাংকসমূহের নিজস্ব ডাক্তার ও নার্স দিয়ে পর্যায়ক্রমে শিশুদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করবে ।

৩. শিশু ভর্তি ও ব্যবস্থাপনা:

৩.১. ব্যাংকে চাকুরীরত মাতা/পিতাগণের ০৬(ছয়) মাস হতে ০৬(ছয়) বছর বয়সী সর্বোচ্চ ০২(দুই)টি সন্তান শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে ভর্তি হতে পারবে। শিশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তান হিসেবে ভেদাভেদ করা যাবে না ।

৩.২. ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুর, পিতা ও মাতার প্রত্যেকের ২ (দুই) কপি করে সত্যায়িত হালনাগাদ রঙিন ছবিসহ আনুসাঙ্গিক কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে।

৩.৩. কেন্দ্রের আসন সংখ্যার চেয়ে আবেদনপত্রের সংখ্যা বেশি হলে শিশুদের বয়োঃকনিষ্ঠতার ক্রমানুসারে আসন বরাদ্দ করা হবে (বয়সের প্রমাণ স্বরূপ জন্মসনদ দাখিল করতে হবে)।

চলমান পাতা ০১

৩.৪. সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত সকল কার্য দিবসে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রটি অফিস শুরুর ১(এক) ঘন্টা পূর্বে খোলা হবে এবং অফিস সময় শেষ হওয়ার ১(এক) ঘন্টা পর পর্যন্ত খোলা থাকবে। ব্যাংকের সময়সূচীর পরিবর্তন হলে (রমজান মাস বা অন্য কোন কারণে) তার সাথে দিবা যত্ন কেন্দ্রের সময়সূচীও সমন্বয় করতে হবে।

৩.৫. শিশুকে প্রতিদিন কেন্দ্রে যথাসময়ে আনা নেয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকগণের উপর ন্যস্ত থাকবে। শিশুর অভিভাবকগণ প্রতি কার্যদিবসে যথাসময়ে কেন্দ্রে রক্ষিত রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করে শিশুকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন এবং যথাসময়ে রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করে শিশুকে ফেরৎ নিয়ে যাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিশুকে ফেরৎ না নেয়ার কারণে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হলে সেজন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণই দায়ী থাকবেন । বিশেষ কোনো পরিস্থিতি যেমন- শিশুর শারীরিক অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, রাজনৈতিক বিরূপ পরিস্থিতি ইত্যাদির উদ্ভব হলে শিশুদের অভিভাবকগণ নিজ নিজ শিশুকে তাৎক্ষণিকভাবে নিজ তত্ত্বাবধানে বুঝে নিতে বাধ্য থাকবেন। মাতা/পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে শিশুকে আনা নেয়ার দায়িত্ব দিলে তার পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে ।

৩.৬. কোনো কারনে শিশুকে দিবা যত্ন কেন্দ্রে রাখতে অনিচ্ছুক/অপারগ হলে তা কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৩.৭. শিশুর অভিভাবকগণ প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বিরতির প্রাক্কালে কেবলমাত্র একবার শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে। তবে, মাতৃদুগ্ধপোষ্য সন্তানদের মায়েদের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে এ বিধি-নিষেধ শিথিলযোগ্য। এজন্য তাদেরকে কেন্দ্রে রক্ষিত রেজিষ্টারে কেন্দ্রে আগমন ও নির্গমনের সময় উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করতে হবে। নির্ধারিত সময় ছাড়া অভিভাবকগণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাইলে তাদেরকে পরিচালনা কমিটির কাছ হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে । এছাড়া, কোনো প্রয়োজন অনূভূত হলে কেন্দ্র থেকে শিশুর অভিভাবকগণের সাথে যোগাযোগ করা হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণ তাদের জরুরী যোগাযোগ নম্বর অবশ্যই কেন্দ্রকে অবহিত রাখবেন। কোন কারণে ঠিকানা/নম্বর পরিবর্তন হলে তা সাথে সাথে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে অবহিত করতে হবে।

৪. শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যয়:

৪.১. যৌথভাবে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যয় এবং সকল স্থায়ী ব্যয় (Fixed cost) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বহন করবে। ব্যাংকিং খাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশুসন্তানদের জন্য শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যয় কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে । অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ উক্ত ব্যয় বাংলাদেশ ব্যাংকের জুন ১০, ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং -০৬ এ প্রেরিত কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বিবরণীর সি.২ এর ৮নং ক্রমিকে ''অন্যান্য" খাতের আওতায় ''শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র সংক্রান্ত" খাত হিসেবে প্রদর্শন করবে।

৪.২. শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের মাসিক পরিচালনা ব্যয় অর্থাৎ মাসিক ব্যবস্থাপনা ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ বহন করবে । শিশু প্রতি উক্ত চলতি খরচ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ তাদের শিশুর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিশোধ করবে ।

৪.৩. শিশু প্রতি নির্ধারিত শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের মাসিক ফি সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবক বহন করবে। তবে তা কোনো অবস্থাতেই টাঃ ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) এর অধিক হবে না । কোনো শিশুর মাতা ও পিতা উভয়ই ব্যাংকে চাকুরীরত হলে তাদের মধ্যে যিনি শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন তাকেই কেন্দ্রের মাসিক ফি বহন করতে হবে । শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের উপরোক্ত মাসিক ফি'র মধ্যে খাবারের বিল অন্তর্ভূক্ত থাকবে যা শিশুর মাতা/পিতাগণের সংশ্লিষ্ট মাসের বেতন হতে স্ব-স্ব ব্যাংক কর্তৃক কর্তন করা হবে । এতদ্বিষয়ে শিশুর মাতা/পিতাগণকে আবেদনের সাথে একটি সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে ।

৪.৪. পরিচালনা কমিটি তাদের শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের নামে একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলবেন এবং কেন্দ্র সংক্রান্ত যাবতীয় আয়-ব্যয় উক্ত ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন । সদস্য ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের মাসিক ফি (খাবারের বিলসহ) শিশুর মাতা/ পিতার সংশ্লিষ্ট মাসের বেতন হতে কর্তন করে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের একাউন্টে জমা করবে ।

চলমান পাতা ০২

৫. শিশুদের খাদ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাদান:

৫.১. শিশুদেরকে দিবা যত্ন কেন্দ্র থেকে প্রতি কার্যদিবসে নির্ধারিত সময়ে এবং পরিমিত পরিমাণে সকাল ও বিকালে নাস্তা এবং দুপুরের খাবার পরিবেশন করবে। কোনো বিশেষ খাবারের প্রতি কোন শিশুর এলার্জি থাকলে তা অভিভাবকগণ পূর্ব থেকেই কেন্দ্রের ইন-চার্জকে অবহিত করবে।

৫.২. ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবকগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত খাবারও কেন্দ্রে যথাযথভাবে সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রের পরিচর্যাকারীদের মাধ্যমে শিশুদেরকে খাওয়ানো যাবে । কেন্দ্র থেকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হবে। যে সকল শিশু solid খাবার খাচ্ছে না, সে সকল শিশুর জন্য কোনো বিশেষ ব্রান্ডের দুধ বা তরল খাবার (সেরেলাক বা অন্যান্য) সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা/পিতাকেই সরবরাহ করতে হবে ।

৫.৩. বয়োঃপ্রাপ্ত শিশুদের লালন-পালন/পরিচর্যার/খেলাধুলার পাশাপাশি দিবা যত্ন কেন্দ্রে প্রি-স্কুল শিক্ষাদান করা হবে। প্রতি ০৫ (পাঁচ) জন শিশুর জন্য ০১(এক) জন করে শিশু পরিচর্যাকারী নিযুক্ত থাকবে।

৫.৪. শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে অবশ্যই ফাস্ট এইড বক্স থাকবে ।

৫.৫. শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে কোনো শিশুকে ঔষধ সেবন করাতে হলে অভিভাবকগণের পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রের স্টাফ শিশুদের তা সেবন করাবে ।

৬. নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা :

৬.১. নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রে সিকিউরিটি এলার্ম ও অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকবে । কেন্দ্রটি সার্বক্ষণিক CCTV নজরদারীতে থাকবে এবং সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ সর্বনিম্ন ৩০(ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। দিবা যত্ন কেন্দ্রে প্রবেশের মূল দরজায় এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম থাকবে ।

৬.২.বিশেষ জরুরী অবস্থাতে (আগুন/ভূমিকম্প) শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র ত্যাগ করার জন্য চিহ্ন সম্বলিত জরুরী বহির্গমন ব্যবস্থা থাকবে এবং প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর নিরাপত্তা কর্মী ও শিশু পরিচর্যাকারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

৬.৩. শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের সেবা প্রদানকারী সংস্থার স্টাফদের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে যাতে কোনো সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সময়ে সময়ে সেবা প্রদানকারী সংস্থা তার স্টাফদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৭. সংশ্লিষ্ট শিশুদের মাতা/পিতা ছাড়া পরিচালনা কমিটির পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। দাপ্তরিক প্রয়োজনে কোনো ভিজিটরস কর্তৃক দিবা যত্ন কেন্দ্রে যাতায়াতকালে প্রতিবার (আগমণ-নির্গমণের সময় উল্লেখপূর্বক) “ভিজিটরস বুক”-এ স্বাক্ষর করতে হবে।

৮. দিবা যত্ন কেন্দ্র বিষয়ক কোনো অভিযোগ/পরামর্শ থাকলে শিশুর অভিভাবকগণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ/পরামর্শ দাখিল করতে পারবে। কেন্দ্রের কর্মকর্তা উহার সুষ্ঠু সমাধান দিতে না পারলে তা পরিচালনা কমিটির গোচরে আনা যাবে। কেন্দ্রে রক্ষিত অভিযোগ/পরামর্শ বাক্সেও এই ধরনের পরামর্শ/অভিযোগ পত্র দাখিল করা যাবে।

৯. কোনো শিশুর মাতা/পিতা (যিনি শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন) চাকুরী হতে অবসরগ্রহণ/পদত্যাগ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত শিশুর দিবা যত্ন কেন্দ্রে ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে । এছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিশুর ভর্তি বাতিল করার ক্ষমতা পরিচালনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে।

১০. বাংলাদেশ ব্যাংক এ নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।